শাশ্বত সুন্দরের অনিবার্য অভ্যুত্থান কবিতা

প্রেক্ষা

প্রথম সংখ্যা

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় আবৃত্তি মঞ্চ

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় আবৃত্তি মঞ্চ

‘চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় আবৃত্তি মঞ্চ’র নিয়মিত পঠন কর্মসূচি

‘পড়ুয়া’র পাঠ প্রতিক্রিয়া সংকলন-

প্রেক্ষা

প্রথম সংখ্যা। দ্বিতীয় সংস্করণ

সম্পাদনা

মাসুম বিল্লাহ আরিফ

সম্পাদনা সহযোগী

আল ইমরান

বোরহান উদ্দিন রব্বানী

ফরহাদ হাসান

সোহান আল মাফি

সুলতানা ইয়াসমিন

প্রচ্ছদ ও বর্ণবিন্যাস

মাসুম বিল্লাহ আরিফ

প্রকাশকাল: জুলাই, ২০২০

“শাশ্বত সুন্দরের অনিবার্য অভ্যুত্থান কবিতা”

উৎসর্গ

ভাষার লড়াইয়ে শামিল

অতীত ও বর্তমানের

প্রতিটি যোদ্ধা।

সম্পাদকীয়

সমৃদ্ধ ও শৈল্পিক মানস গঠনে 'বই পড়ার' কোন বিকল্প নেই। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় আবৃত্তি মঞ্চের সদস্যগণ আলোকিত মানুষ হয়ে উঠুক- দু'দশক পুরানো সংগঠনটি সে লক্ষ্যেই নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছে। তারই ধারাবাহিকতায় ২০১৯ সালের মাঝামাঝি থেকে শুরু হয়েছে ***'আবৃত্তি মঞ্চ'*** এর নিয়মিত পঠন কর্মসূচি- ***'পড়ুয়া'***। মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস *'জোছনা ও জননীর গল্প'* পাঠের মধ্য দিয়ে শুরু হয় আমাদের এই জ্ঞানতাত্ত্বিক প্রয়াস। করোনাকালীন সময়েও পড়ুয়ার কার্যক্রম থেমে নেই, সদস্যগণ নির্ধারিত বইটি পড়ে 'পাঠ প্রতিক্রিয়া' ব্যক্ত করছেন ভার্চুয়াল প্লাটফরমে। প্রতিটি পর্বের 'পাঠ প্রতিক্রিয়া' নিয়ে ***'ই-বুক'*** প্রকাশ করার পরিকল্পনা রয়েছে আমাদের।

প্রেক্ষা মানে হলো পর্যালোচনা । পড়ুয়ার প্রতিটি পর্বে আমরা নির্ধারিত বই নিয়ে আলোচনা পর্যালোচনা করে থাকি। তাই প্রকাশনার 'প্রেক্ষা' নামটি প্রাসঙ্গিক। পড়ুয়া ***১৩তম*** পর্বের ***২৫টি*** 'পাঠ প্রতিক্রিয়া' নিয়ে সাজানো হয়েছে 'প্রেক্ষা'র প্রথম আয়োজন। আরও চমৎকার ব্যাপার হলো, এটি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় আবৃত্তি মঞ্চের প্রথম দাপ্তরিক ***'ই-প্রকাশনা'***। আশাকরি আপনাদের ভালো লাগবে।

পড়ুয়ার বারো, তেরো ও চৌদ্দতম পর্ব আমরা সাজিয়েছি *'ধর্ম ও ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব'* শিরোনামে। বই তিনটি হলো যথাক্রমে- ***গৌতম বুদ্ধ***, *আবুল মোমেন;* ***তোমাকে ভালোবাসি হে নবী!***, *গুরুদত্ত সিং;* ***আমাদের মহাভারত***, *সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়।* আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতি ও সহনশীলতা বৃদ্ধিতে বইগুলো কার্যকরী ভূমিকা রাখবে বলে আমরা আশাবাদী।

পড়ুয়া ১৩তম পর্বের বই

বই: **তোমাকে ভালোবাসি হে নবী !**

লেখক: গুরুদত্ত সিং

অনুবাদক: আবু তাহের মিছবাহ

প্রকাশনা: দারুল কলম

ধরণ: ধর্ম ও ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব

পাঠ প্রতিক্রিয়ার শব্দ সংখ্যা: সর্বনিম্ন ১০০।

পড়ুয়া ১৩তম পর্বের পাঠ প্রতিক্রিয়া

পাঠ প্রতিক্রিয়া - ০১

-অর্পিতা দত্ত

এই বইয়ের রিভিউ লেখার সাহস বা যোগ্যতা কোনটিই আমার নেই। আসলে মহানবীর সম্পর্কে এতো বিশদভাবে জানার সুযোগ কখনো হয়নি। ক্লাস ফোরে মনে হয় মহানবীকে নিয়ে একটা চ্যাপ্টার ছিল। ছোটবেলায় সেই প্রথম উনার সাথে আমার পরিচয়। সেটাতে একটা উদাহরণ আমার অনেক ভালো লেগেছিল.. ঐ যে একজন লোক ভিক্ষা করতে এসেছিল.. সেই উপদেশটি আমি নিজেও মেনে চলি।

আমার কাছে কেউ ভিক্ষা চাইলে আমি তার ভিক্ষা করার কারণটা বুঝার চেষ্টা করি যদি মনে হয় দেওয়া উচিত তারপর দিই। আর আজ এই বইটি পড়ে অনেক কিছু জানতে পারলাম বইটি ছোট কিন্তু একজন জ্ঞানপিপাসুর মন ভরে দেওয়ার মতো। সবচেয়ে অবাক হওয়ার বিষয় একজন অমুসলিমের 'মহানবী-প্রেম'। একটা মানুষ কতটা মহানবীকে ভালোবাসলে তাঁর লেখা এতোটা জীবন্ত হয়।

বইটা পড়ছিলাম আর আমার চোখের সামনে ভেসে উঠছিল হযরত আব্দুল্লাহর বিবি আমেনার সাথে বিয়ে, হযরত আব্দুল্লাহর ব্যবসা করতে যাওয়া, বিবি আমেনার বৈধব্য অবস্থা, আল্লাহর প্রতি আব্দুল মুত্তালিবের অভিযোগ, মহানবীর জন্ম, জন্মের পর নবীকে দুধমা হালিমার হাতে তুলে দেওয়া, মায়ের সাথে বিচ্ছেদ, চার বছর পর মাকে ফিরে পাওয়া, মায়ের মৃত্যু, চাচা আবু তালিবের বুকে টেনে নেওয়া, আল আমিন হয়ে উঠা, বিবি খাদিজার ব্যবসার ভার নেওয়া অতঃপর উনার সাথে বিয়ে, হেরার নির্জন গুহায় প্রথম সত্য প্রতিষ্ঠার আহ্বান শোনা, বিবি খাদিজার উনাকে প্রথম নবী রূপে মেনে নেওয়া, কোরেশের জুলুম, পথে কাঁটা বিছিয়ে রাখা, পাথর পিষ্টে মারার চেষ্টা, হযরত ওমরের ইসলাম ধর্ম গ্রহণ, ধর্ম প্রতিষ্ঠার জন্য হাশেমী পরিবারের ত্যাগ, বিবি খাদিজার মৃত্যু, রাতের অন্ধকারে কোরেশের আক্রমণ, শত্রু সম্পদ ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য মহানবীর ব্যাকুলতা, প্রিয় নবীকে বাঁচানোর জন্য হয়রত আলী কর্তৃক নবীর বিছানায় শুয়ে থাকা, মহানবীর মদিনায় পৌঁছা, আবু সুফয়ানের স্ত্রী হিন্দার জঘন্যতম অপরাধ, পরে মহানবীর তাকে ক্ষমা করে দেয়া। সবশেষে নবীর অন্তিমকাল এতোটা জীবন্ত ছিল যে, পড়ার সময় মনে হচ্ছিল সব আমার চোখের সামনে ঘটেছে এবং সেখানে আমিও উপস্থিত ছিলাম।

পাঠ প্রতিক্রিয়া - ০২

-জান্নাতুল ফেরদৌস সাকী

‘তোমাকে ভালবাসি হে নবী’ বইটি আবেগপূর্ণ আর শিল্পসৌন্দর্যমণ্ডিত ভাষায় একজন অমুসলিমের (শিখ) হাতে লেখা ইসলামের নবী হযরত মুহাম্মদ সা. এর জীবনী। বইটি মূলত উর্দু ভাষায় লেখা। লেখকের দেওয়া নাম ‘রাসূলে আরাবী’ আর অনুবাদকের দেওয়া নাম ‘তোমাকে ভালবাসি হে নবী’।

বাংলায় অনুবাদের সময় নামকরণে অনুবাদক তাঁর স্বাধীনতার পূর্ণ ব্যবহার করেছেন। জীবনী হিসেবে ধরলে বইটির নাম ‘রাসূলে আরাবী’ বা ‘আরবি রাসুল’ যথাযথ বলে মনে হয়, আর বইয়ের ভূমিকায় লেখক যেভাবে মুহাম্মদ সা. এর প্রতি ভালোবাসা , স্বপ্নে হলেও দেখা পাওয়ার যে আকুতি প্রকাশ করেছেন এবং আরবের সৌভাগ্য যে সেখানে নবীর আবির্ভাব আর তার বিপরীতে স্বর্ণপ্রসবা ভারতমাতার নবীর ঐশ্বর্য থেকে বঞ্চিত হওয়ার দুর্ভাগ্য প্রভৃতির মধ্য দিয়ে যে ভাবপ্রবণতা প্রকটিত করে তুলেছেন তাতে মনে হয় অনুবাদকের দেওয়া নামই যথাযথ।

গুরুদত্ত সিং বইয়ের প্রথম অনুচ্ছেদ আবেগের আতিশয্য নির্দেশক ভাষা দিয়ে শুরু করলেও পরের অনুচ্ছেদগুলোতে তিনি ধারাবাহিকভাবে পরিমিতিবোধ বজায় রেখে নবীর সংক্ষিপ্ত জীবনী আলোচনা করে গেছেন।

আবু তাহের মিছবাহ’র অনুবাদে একটা লক্ষণীয় দিক হলো তিনি ছন্দোবদ্ধ গদ্যে বাক্য লিখে গেছেন। অনুবাদকের কথা থেকে অনুমিত হয় যে, স্বয়ং লেখক গুরুদত্ত সিং এই বইয়ে ছান্দিক গদ্যে ভাবপ্রকাশ করেছেন। এক্ষেত্রে অনুবাদক বেশ ভালো দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন বলা যায় ।

বাংলাদেশের ইসলামী ঘরানার সাহিত্যিকদের মধ্যে আবু তাহের মিছবাহ একজন নামজাদা সাহিত্যিক। ইসলামঘেঁষা হয়েও তিনি তাঁর অনুবাদে লেখকের সংস্কৃতির সাথে মানানসই শব্দের ব্যবহার করেছেন চমৎকাররূপে, যেমন- প্রণাম, প্রসাদ, সত্য জলের পবিত্র গঙ্গা, সৌভাগ্য তিলক, জগদীশ্বর প্রভৃতি।

এ ধরনের রচনা বহুজাতিক ভারতের বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতির বন্ধন তৈরীতে সহায়ক হবে।

পাঠ প্রতিক্রিয়া - ০৩

-লুৎফা আক্তার

'তোমাকে ভালবাসি হে নবী' অনুবাদ বইটিতে সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ সা. এর জীবনী লিখিত হয়েছে।

বইয়ের একদম শুরুতেই 'হৃদয়ের আকুতি' অংশটুকু পড়ে একদম সরল স্বীকারোক্তি মূলক আকুতিই দৃষ্টিগোচর হয়। নবী করিম সা. এর ভারতমাতার বুকে পদচারণার আকুতিই যেনো ভারতমাতার দৃষ্টিকোণ থেকে লেখক ফুটিয়ে তুলেছেন তার লেখায়। এছাড়া লেখক গ্রন্থে মাধুর্য দানকল্পে বেশ খানিকটা রং চড়িয়েছেন যা অনুবাদকের প্রথম টীকাতে স্পষ্ট হয়। তবে সম্পূর্ণ লেখায় লেখক এতো দরদের সাথে নবী করিম সা. এর জীবনী ব্যাখ্যা করেছেন যা পাঠ করে তৃপ্তি পেয়েছি।

নবী করীম সা. এর মক্কা জীবনে তার ওপর অন্যায় অত্যাচার সাবলীলভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। তাছাড়া আবু জাহেলের কুট-কৌশল বর্ণনার সময় লেখকেরও তার প্রতি ক্ষোভ স্পষ্ট এ লেখায়। ভালো লেগেছে মদিনায় আবু আইয়ুবের বাড়িতে নবীর মেহমান হওয়ার বর্ণিত ঘটনা। বর্ণিত যে, বহু বছর ধরে আবু আইয়ুবের পূর্বপুরুষেরা শেষ নবীর অপেক্ষায় ছিলেন।

এছাড়া নবী করিম সা. এর প্রিয়তম চাচা হামযা র. এর হত্যাকারী ওহাশীর সাথে তার ক্ষমা প্রদর্শনের পরবর্তী কথোপকথন ছিলো অত্যন্ত হৃদয়স্পর্শী। পরবর্তীতে এই ওহাশীই ইসলামের শত্রু, মিথ্যা নবুয়ত দাবীদারকে হত্যা করেছিলেন।

সহজ ভাষায় লিখা এই বইতে নবী করিম স. জীবনী যেমন জানা যাবে তেমনি লেখকের কল্পনাপ্রসূত বর্ণনাও পঠনে আনন্দ দেবে বলে মনে হয়েছে।

পাঠ প্রতিক্রিয়া - ০৪

-সানজিদা আক্তার

মাওলানা আবু তাহের মিছবাহ এর অনুবাদকৃত 'তোমাকে ভালবাসি হে নবী' বইটি গুরুদত্ত সিং এর লেখা 'রাসুলে আরাবী'র অনুবাদ। বইটিতে লেখক সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানব মুহাম্মদ সা. এর প্রতি তাঁর গভীর ভালোবাসা, আবেগ, অনুভূতি প্রকাশ করেছেন এবং তার সাথে সংক্ষিপ্ত পরিসরে বর্ণনা করে গেছেন রাসুল সা. এর জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সব ঘটনাবলী। অনুবাদক মাওলানা আবু তাহের মিছবাহও দারুণ দক্ষতার সাথে লেখকের আবেগ বজায় রেখে সুন্দর সাবলীল অনুবাদ করেছেন।

রাসুল সা. কে নিয়ে লিখা বইগুলো সাধারণত অনেক বিস্তৃত হয়। ভালোভাবে বুঝার জন্য সব ঘটনাই বিস্তারিত বর্ণনা করা জরুরী। 'তোমাকে ভালবাসি হে নবী' বইটি সেই তুলনায় একদম ছোট। যার কারণে এতে কোনোকিছুই বিস্তারিত নেই। তবে লেখক যেহেতু জীবনী লিখার চেয়ে রাসুলের প্রতি নিজের আবেগ প্রকাশে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন সেই দৃষ্টিকোণ থেকে ভেবে দেখলে ঠিক আছে।

আমার পড়া এটাই প্রথম বই যেখানে রাসুল সা. এর জীবনীকে ভিন্নভাবে তুলে ধরা হয়েছে। আর বই শেষ করার পর মনে হয়েছে আরো বড় হলো না কেন!। এই বইয়ের বিশেষ দিক- এটা একজন অমুসলিমের লেখা। যার ফলে নিরপেক্ষভাবে কাউকে পড়তে দিলে বলতে পারবে না যে মুসলিমদের বাড়িয়ে লেখা। এতো সুন্দর করে আবেগ দিয়ে লিখছেন তা সত্যিই অসাধারণ। আমার জানার ভীষণ আগ্রহ যে শেষ পযন্ত লেখক তার প্রিয় ব্যক্তিত্ব রাসুল সা. এর অনুসারী হতে পেরেছেন কিনা।

বইটি পড়ে অনুবাদক মাওলানা আবু তাহের মিছবাহ এর মতো যে জিনিসটা বেশি নাড়া দিলো তা হলো, ভিন্ন ধর্মের অনুসারী হয়েও লেখক সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ মানব রাহমাতুল-লিল আলামীনের প্রতি যতটুকু আবেগ ভালোবাসা প্রকাশ করেছেন আমি একজন উম্মতে মুহাম্মাদি হয়ে রাসুল সা. কে ততটুকু ভালোবাসতে পেরেছি কি?

পাঠ প্রতিক্রিয়া - ০৫

-উম্মে সালমা নিঝুম

প্রথমবারের মত নবীজির সীরাত বিষয়ক গ্রন্থ পড়লাম। নবীজির সীরাত গ্রন্থ পড়ার সুযোগ হল তাও আবার একজন অমুসলিম লেখকের! রাসুল সা. এর প্রতি তার অকৃত্রিম ভালবাসা ও শ্রদ্ধা ভক্তির অভিপ্রকাশ দেখে অনুবাদকের মতই লজ্জিত মনে বার বার ভেবেছি কেমন হওয়ার কথা ছিল, আর কেমন হলাম!

প্রিয়নবীর সংক্ষিপ্ত জীবনী হলেও লেখক রাসূল সা. এর জন্মের পূর্বের আরবের চিত্র থেক শুরু করে তার চিরবিদায়ের মুহূর্তটা পর্যন্ত তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। হযরত মুহাম্মদ সা. বিশ্ববাসীর জন্য রহমত স্বরূপ প্রেরিত হয়েছেন। বস্তুত তাঁর জীবনের সব কিছুই শিক্ষণীয় ও অনুকরণীয়। নবুয়ত প্রাপ্তির পর থেকে এমন একটি মুহূর্ত অতিবাহিত হয়নি যার সঙ্গে উম্মতের সম্পর্ক নেই। সত্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নবীজি ও তাঁর সাহাবারা বর্বরতা ও পাশবিকতার মুখে যে অসীম ধৈর্য, ত্যাগ ও কোরবানি দিয়েছেন তা ছিল অতুলনীয়।

ছোটবেলা থেকে আম্মু-আব্বু, নানা-দাদাদের মুখে এবং স্কুলের পাঠ্যবইয়ের থেকে যে ধারণা পেয়েছি তার চেয়ে খুব বেশি জানতে পেরেছি এমন না। তবে অনেক বিষয়ে নতুন করে জেনেছি এমনও হয়েছে। এ গ্রন্থটি পাঠের পর আরও বেশি সীরাতুন্নবী পাঠের প্রয়োজন বোধ করছি। আজকে আমাদের সমাজে করুণ ও দারুণ নৈতিকতার অবক্ষয়। এই অবস্থা থেকে ফিরে আসতে চাইলে অনুসরণ করতে হবে প্রিয়নবী সা.এর সীরাত। লেখক নিজে তার গ্রন্থে আহ্বান করেছেন- "সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা পরিহার করে এসো আমরা মুহাম্মদী শরীয়তের সৌন্দর্য অনুভব করি এবং যথাযোগ্য মূল্যায়ন করি।"

পড়া শেষে মনে হলো তৃপ্ত হলাম না। কেমন যেন একটা ঘোরের মধ্যে আছি এখনো। আর একটা জিজ্ঞাসা রয়েই গেল! নবীজির প্রতি যার এত পরম ভালবাসা, স্বপ্নে হলেও দেখা পাওয়ার যিনি আকুতি প্রকাশ করেছিলেন, তিনি কি রাসুল সা. এর অনুসারী হতে পেরেছিলেন?

পাঠ প্রতিক্রিয়া - ০৬

-সুলতানা ইয়াসমিন

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানব মুহাম্মদ সা. সম্পর্কে জানার জন্য বইটি একেবারেই যথেষ্ট নয়। কিন্তু সীরাত পাঠ শুরু করার জন্য বইটি খুবই চমৎকার। এতে ঘটনার ঘনঘটার চেয়েও আবেগের অধিক্য স্পষ্ট লক্ষণীয়। জীবনী সাহিত্যের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হল বৈধ তথ্যসূত্র এবং সত্যতা যাচাইয়ের সুযোগ। এই বইতে লেখক যার কোনোটারই ধার ধারেননি। তাই এটিকে জীবনী বলার সুযোগ নেই। ইসলামী অনুবাদ সাহিত্যের প্রতি যাদের হতাশা কাজ করে, তাদের জন্যও এটি খুব চমৎকার বই।

মুহাম্মদ সা. যে পৃথিবীর ইতিহাসে একমাত্র পরিপূর্ণ আদর্শ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ মানব, এ দাবী ইসলামের একার নয়। এটি সর্বজন স্বীকৃত। একজন অমুসলিমও সে কারণে মুহাম্মদ সা. কে ভালোবাসতে বা পছন্দ করতেই পারেন। এতে আশ্চর্যের কিছু নেই।

পছন্দ করা বা ভালোবাসা এবং আপন করে না পাওয়ার যে হাহাকার তাতে নিশ্চয়ই পার্থক্য রয়েছে। গুরুদত্ত সিং এর লেখায় চমকের জায়গাটা এখানেই। তার লেখায় যে অনুভব আমরা দেখতে পাই, সেটি অন্য অন্য অমুসলিমের পছন্দ বা ভালোবাসার মতো নয়। তিনি রীতিমতো নবীর দেখা না পাওয়ার, দয়ার ভাগীদার হতে না পারার, ভারতভূমিতে নবীর পবিত্র পদধূলি না পড়ার বা সর্বোপরি নবীর নৈকট্য লাভ হতে বঞ্চিত হওয়ার যে হাহাকার প্রদর্শন করেছেন, তাতেও আমি খুব বেশি অবাক হইনি।

ইসলাম প্রচার করতে গিয়ে মুহাম্মদ সা. এর সাথে সর্বপ্রথম তাঁর আপন গোত্রের দ্বন্দ্ব শুরু হয় ইসলামের যে তত্ত্বের জন্য তা হলো, একেশ্বরবাদ। বহু দেব-দেবীর প্রতি বিশ্বাস কিংবা পৌত্তলিকতাকে অস্বীকার করে যে ইসলামের শুরু সেই ইসলামের নবী মুহাম্মদকে একজন অমুসলিম বুকে জমাট বাধা ভালোবাসার অর্ঘ্য দিচ্ছেন, কিন্তু সেই সাথে সাথে পরিস্থিতি অনুযায়ী আবার আপন বিশ্বাসে দেবতাদেরও স্মরণ করছেন! এই যে দেবতাদের প্রতি বিশ্বাস অটুট রেখে, ইসলামের গুণগান করতে করতে, নবীর চরণে লুটিয়ে পড়ার যে নিখুঁত 'দ্বিচারিতার' চিত্র এ বইতে দেখি এটি আমার 'মধ্যবিত্ত' মানসিকতায় একটা ঝাঁকুনি মতো কাজ করেছে।

পাঠ প্রতিক্রিয়া - ০৭

-সোহান আল মাফি

রূপান্তর ও অনুবাদ সাহিত্য দিয়েই মূলত আমার বই পড়ার অভ্যাস শুরু হয় । কিন্তু এই প্রথম কোন ইসলামী অনুবাদ পড়লাম।

বইটি বিশ্বের প্রায় সকল মানুষ কতৃক স্বীকৃত বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মানব হযরত মুহাম্মদ সা. এর জীবনী। তবে বইটিকে রাসূল সা. সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত বলাই যুক্তিযুক্ত। একজন অন্য ধর্মের লেখকের নবীর প্রতি ভালবাসা ও শ্রদ্ধা কত গভীর হতে পারে এ বইটি তার নিদর্শন। মহানবী সা. শৈশব থেকে মৃত্যু পর্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা সমূহ অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত কিন্তু প্রাঞ্জল ভাষায় লেখক তুলে ধরেছেন। কিন্তু মুহাম্মদ সা. এর মত মহামানব সম্পর্কে জানতে এ বইটি একদমই যথেষ্ট নয়।

অনুবাদ সাহিত্য বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই অনুবাদকের প্রভাবমুক্ত হয় না। অর্থাৎ অনুবাদক ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত নিজের একটা ছাপ রেখে যান লেখায়। কিন্তু এ বইটিতে অনুবাদক মূল লেখকের লেখার ভাবার্থ রক্ষার্থে কিছু বিদেশি শব্দ ব্যবহার করেছেন। এ বিষয়টি আমার কাছে ভাল লেগেছে।

পাঠ প্রতিক্রিয়া - ০৮

-অনন্যা বড়ুয়া

ছোটবেলা থেকেই মুসলিম সহপাঠীদের কাছে যে নামটি সবচেয়ে বেশি শুনছি সেটি- হযরত মুহাম্মদ সা.। তাদের কাছে শুনতে শুনতেই একটা ভালোলাগা তৈরি হয়ে গেছে কিন্তু কখনো বিস্তারিতভাবে তার জীবনী পড়ার সুযোগ হয়ে উঠেনি। মহামানবদের ব্যাপারে কিছু লেখা বা বলা এক সাহসের ব্যপার। বইটি পড়ার পর ভাবছিলাম কী লিখব! বইটি এতো সুন্দরভাবে, সংক্ষিপ্ত করে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানবের জীবনী তুলে ধরা হয়েছে যেন বইটি নিয়ে লেখার আমার কোনো ভাষা নেই।

বইটি পড়ায় সময় মনে হচ্ছিল চৌদ্দ হাজার বছর আগের কেউ আমাকে শোনাচ্ছে- সে সময় মক্কার পরিবেশ কেমন ছিলো, ইসলাম আসার পর কেমন হয়েছে, আল্লাহর প্রতি নবীর ভালোবাসা, তার সৎ নিষ্ঠাবান জীবনাচার , যায়দের পুত্র মর্যাদা, তায়েফের নিপীড়ন, ইহুদিদের প্রতি দয়া, সবকিছুই বইটিতে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

তবে যখন বইটির 'হৃদয়ের আকুতি' থেকে পড়া শুরু করেছিলাম মনে হচ্ছিল যেন কবিতা পড়ছি।

বইটি শেষ করার পর যখন লেখকের নাম, মন্তব্য, অনুবাদকের কথা পড়লাম। তখন পুরো বইয়ের আসল মজাটা পেলাম এটা দেখে যে এটি গুরুদত্ত সিং তথা একজন অমুসলিমের লেখা। যেটি আমাকে সত্যিই অবাক করেছে। একজন অমুসলিমের নবীজির প্রতি প্রেম, ভালোবাসা, শ্রদ্ধা যেনো প্রতিটি শব্দে ফুটে উঠেছে। কী আবেগময় ভাষায় তিনি তার মনের আকুতি প্রকাশ করেছেন, তা সত্যি প্রশংসনীয়!

একজন অমুসলিমের লেখা এটিই একটি ইসলামিক গ্রন্থ কিনা আমার জানা নেই! নবীজিকে চিনতে পেরে তিনি যেভাবে ভালোবেসেছেন, আমরা কি তা পারব!!

পাঠ প্রতিক্রিয়া - ০৯

-তাহমিদা আক্তার

মহানবী সা. এর জীবনী ছোটবেলা থেকে পড়ে আসছি। তবু মহানবী সা. জীবনী যত পাই তত পড়তে ইচ্ছে করে, খুব খুব প্রশান্তি পাই। যদি শব্দচয়ন সাবলীল হয় তাহলে তো কথা নেই। 'তোমাকে ভালবাসি হে নবী' গ্রন্থের লেখক গুরুদত্ত সিং একজন অমুসলিম ওনার নাম দেখে বুঝা যায়। এতো আবেগ উচ্ছ্বাসে, প্রেম -ভালোবাসা দিয়ে বইটি লিখেছেন। যত পড়ি তত যেন আগ্রহ বাড়িয়ে দেয়। যদিও বইটি পড়ার জন্য নামটি যথেষ্ট। আমার মনে মনে বার বার প্রশ্ন জাগে এতো প্রেম ভালোবাসায় কেমনে শব্দচয়ন সম্ভব। বইটি চারটি অধ্যায়ে বিভক্ত। বইয়ের শুরুতেই 'হৃদয়ের আকুতি' শিরোনামের কিছু কথা- "হে বালু সাগরের আরবিস্তান! বিশ্ব মানচিত্রে তুমি এমনই অখ্যাত অজ্ঞাত ছিলে যে - সভ্য জগত জানতো না, আরব নামে কোন দেশ আছে, আর সেখানে মানুষের সমাবেশ আছে। অথচ বিশ্ব-জাতি আজ তাকিয়ে আছে তোমার পানে কী বিপুল বিস্ময় নিয়ে তোমার প্রেমে কাতর নয় সে কোন মন! তোমার দর্শন পিপাসু নয় সে কোন নয়ন! এবং তোমার আশীর্বাদের ভিখারি নয় সে কোন রাজা! কোন সে রাজ্যের!"

তিনি ভারতভূমিকে দুর্ভাগিনী ভারতমাতা বলেছেন, কারণ ইসলাম ও মানবতার কাবা কেবলা ভারতভূমির ভাগ্য জুটলো না বলে। তিনি আবার ভারতমাতাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছেন- "দুঃখ করো না, চোখের জলে বুক ভাসিও না, কেননা ভগবানের দান তো সম্পদে কেনা যায় না। তাই ভগবানের বিচার মেনে ধৈর্য না ধরে উপায় কি বলো।" মহানবী সা. জন্মের আগে বাবাকে হারালেন, ছয় বছর বয়সে মাকে, আট বছর বয়সে হারালেন দাদাকে। প্রতিটি দুঃখকষ্ট খুব ধৈর্য সহকারে অতিক্রম করছিলেন। প্রতিটি মুহূর্ত যেন দুঃখ কষ্টে ভরপুর। হৃদয়ের উৎস থেকে নবী প্রেমের একটি ঝর্ণাধারা যেন বয়ে চলছে কল্লোল ধ্বনিতে। ভাবের তরঙ্গে,আবেগের উচ্ছ্বাসে,শব্দের সুর ঝংকারে এবং ভাষার নৃত্যে ছন্দে যেন আমিও দোল খেতে খেতে এগিয়ে চলছি।

পাঠ প্রতিক্রিয়া - ১০

-ফাতেমা জাফর প্রিয়া

'রাসূলে আরাবী' নামে গুরুদত্ত সিং এর উর্দূ ভাষায় লেখা বইটি বাংলায় অনুবাদ করেন মাওলানা আবু তাহের মিছবাহ। মুহাম্মদ সা. এর জীবনী নিয়ে ছোট একটি বই যেটির বিশেষত্ব কেবল সংক্ষিপ্তভাবে রাসূল সা. এর জীবনী তুলে ধরা নয় বরং লেখকের আবেগপূর্ণ ভাষায় জীবনী বয়ান করা। অমুসলিম হয়েও রাসূল সা. এর প্রতি লেখক যে ভালবাসা ও আবেগ প্রকাশের চেষ্টা করেছেন তা অতুলনীয়।

লেখক খুব সংক্ষিপ্তাকারে ও স্নেহের ভাষায় রাসূল সা. এর দীর্ঘ ৬৩ বছরের ঐতিহাসিক ঘটনাগুলো সংক্ষেপে বিভিন্ন উপমার মাধ্যমে বর্ণনা করার চেষ্টা করেছেন। মহানবী সা. এর পুরো জীবনী বইটিতে ফুটে উঠেছে। সে সময়কার মক্কার পরিবেশ, ইসলাম প্রচারের সময়কার পরিস্থিতি, উম্মতের জন্য নবীজির কেমন অনুভূতি ছিল সব কিছুই বইটিতে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। বইটির প্রতিটি পাতাই মনে হচ্ছে ১৪০০ বছর পূর্বে ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

বইটিতে রাসূল সা. এর শৈশব, কৈশোর, যৌবন থেকে একেবারে শেষ জীবন পর্যন্ত অত্যন্ত সাবলীল ভাষায়, সাহিত্য ও ছন্দের মাধ্যমে পাঠকের সামনে এমনভাবে উপস্থাপনা করা হয়েছে যা যে কাউকে আকৃষ্ট করবে।

কোন অমুসলিমের লেখা এটাই একমাত্র সীরাত গ্রন্থ কি না জানি না, তবে মনে হচ্ছে এটি শ্রেষ্ঠ ও অসাধারণ একটি বই। মহানবীর প্রতি লেখকের কী আবেগ, শ্রদ্ধা, ভক্তি ও ভালোবাসা! এমনকি লেখক একজন অমুসলিম হয়েও পরকালে নবীজির সুপারিশ কামনা করেছেন।

বইটি পড়ে যেন হৃদয়ে নতুন করে নবী-প্রেম জন্ম নেয়। আর লজ্জিত মনে বারবার মনে হয় কোনো অমুসলিম যদি আমাদের নবীকে এমনভাবে ভালোবাসতে পারে, এভাবে চিনতে পারে, তাহলে আমরা যারা তাঁর উম্মত তাদের কেমন হওয়ার কথা ছিল, অথচ আমরা কেমন হয়েছি?

পাঠ প্রতিক্রিয়া - ১১

-পিয়ামনি চাকমা

হযরত মুহম্মদ সা. এর জীবনী সংক্রান্ত বইটি একজন অমুসলিম লেখকের দ্বারা লিখিত হলেও আমরা দেখতে পাই যে লেখকের মধ্যে নবীর প্রতি ভক্তি-ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। একজন অমুসলিম লেখকের মধ্যে এতটা নবীপ্রেম থাকতে পারে এ বইটি না পড়লে হয়ত বোঝা যেত না।

তখন পৃথিবীর মানুষগুলো মানুষ ছিল না, মানুষ থাকলে মানবিকতা ছিল না, ছিল শুধু অন্ধকার। এ অন্ধকারের মাঝে আলো জ্বালাতে এসেছিলেন হযরত মুহম্মদ সা.। যিনি ছিলেন সৎ, নিষ্ঠাবান একজন এবং এসব গুণের জন্য তিনি ছিলেন সবার শ্রদ্ধার পাত্র।

আমরা দেখেছি ধর্ম প্রচারের জন্য হযরত মুহম্মদ সা. কে প্রতি পদে পদে পাথর নিক্ষেপের মত আরও করুণ যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়েছে। নিজের পিতৃভূমিকে ফেলে চলে যেতে হয়েছে অন্য জায়গায় এমনকি গুহায়ও আশ্রয় নিতে হয়েছিল। রাসূলের প্রতিটি পথ যেমন কণ্টকাকীর্ণ ছিল তেমনি এর ফলও হয়েছে মধুর। সকল বাধা বিপত্তি, যুদ্ধকে পার করে নতুন এক শান্তির ধর্ম ছড়িয়ে দিয়েছেন সবার মাঝে।

পরিশেষে লেখকের একটি কথা দিয়ে শেষ করতে চাই- "হে মুহম্মদ! তোমার দর্শন সৌভাগ্য একবার যে লাভ করেছে শুনেছি হৃদয় তার তোমাতেই চিরসমর্পিত হয়েছে। চোখে তোমার প্রেমের সুরমা একবার যে মেখেছে স্বর্গ-মর্তের সকল সৌন্দর্য এর মোহ থেকে তার চিরমুক্তি ঘটেছে , পাথরও নাকি সোনা হত তোমার পরশগুণে, পাষাণ হৃদয় নাকি মোম হত তোমার দৃষ্টি পেয়ে। তাহলে এদিকে হোক না একবার সে করুণা দৃষ্টি।"

পাঠ প্রতিক্রিয়া - ১২

-শাকিল আহমেদ

বইটির মূল নাম 'রাসূলে আরাবী'। বইটিতে সংক্ষিপ্তভাবে হযরত মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনী বর্ণনা করা হয়েছে। এতে লেখকের আবেগ এত বেশি প্রকাশ পেয়েছে যে তিনি যে একজন অমুসলিম তা মাঝে মাঝে ভুলেই গিয়েছিলাম বইটি পড়ার সময়।

হিংসা, বিদ্বেষ, অহংকার সবকিছুকে বিসর্জন দিয়ে মানবতার মুক্তির জন্য আজীবন লড়ে গেছেন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। জন্মের পূর্বে বাবাকে হারিয়ে এতিম হন তিনি। ছয় বছর বয়সে মাকেও হারান। তাঁর সমস্ত জীবন কেটেছে অনাড়ম্বরভাবে। কখনো কারো প্রতি অন্যায় করেননি। যারা তাকে চরম কষ্ট দিয়েছে তাঁদের উপর প্রতিশোধ নেয়ার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তিনি ক্ষমা করে দিয়েছেন। তায়েফবাসী তাঁর দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করার সাথে সাথে তাঁকে পাথর মেরে রক্তাক্তও করেছিল, তাও তিনি মহান আল্লাহর দরবারে তাদের ধ্বংস কামনা না করে তাদের হেদায়েত কামনা করেছেন। নবীজির দুঃসময়ের সাথি হামযা রা. এর মৃতদেহ চিরে কলিজা চিবিয়ে খেয়েছিল যে হিন্দা তাকেও তিনি ক্ষমা করে দিয়েছেন। এমন মহান দৃষ্টান্ত পৃথিবীর ইতিহাসে দ্বিতীয়টি নেই।

বইটিকে ইতিহাসবিদদের মাপকাঠিতে মূল্যায়ন না করে উপন্যাস হিসেবে ভাবলে লেখকের সাহিত্যগুণ খুব চমৎকার। অনুবাদকও এক্ষেত্রে যথেষ্ট প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন।

লেখক বইটির সমাপ্তিতে লিখেছেন, "হে প্রিয় আহমদ! কখনো অন্য কোন লোকে দেখা যদি হয়, আর আমি যদি আমারই পাপের ভারে ডুবে যাই তখন কি আমাকে তুমি চিনবে না! কাছে টেনে নেবে না! সে আশায় বুক বেঁধে আছি হে প্রিয়তম!"

এই লেখাটি পড়ে আমার মনে হয়েছে লেখক হয়তো শেষ পর্যন্ত রাসূলে আরাবীর আনুগত্য স্বীকার করেছিলেন। যদি এমনটি হয়ে থাকে তাহলে তাঁর ভাগ্য সুপ্রসন্ন!

পাঠ প্রতিক্রিয়া - ১৩

-বোরহান উদ্দিন রব্বানী

সীরাত নিয়ে অনেক বই আছে। রাসূলকে ভালোবেসে রাসূলের জীবনী নিয়ে লিখা অন্য ধর্মের মানুষজন খুঁজে পাওয়া যায় অল্প কয়েকজন।

শিখ ভদ্রলোক গুরুদত্ত সিং বেশ মায়াভরা লেখনীতে রাসূলের ৬৩ বছরের জীবনী তুলে ধরেছেন। সাহাবাদের ভূমিকা ইসলামের বিজয়ে কেমন ছিল সেটাও আমরা এই বই পড়লে বুঝতে পারি।

নির্যাতনের চিত্র মনেহয় চোখের সামনেই ফুটে উঠছে।

রাসূলের জীবনে আলো আঁধারের চড়াই উতরিয়ে রাসূল মদীনায় হিজরত করে মক্কা বিজয় করে মক্কাতেই ফেরত এসেছেন।

পিতাহারা মাতাহারা আহমদ হয়েছেন বিশ্বনবী।

পাঠ প্রতিক্রিয়া - ১৪

-ফাহিমা আক্তার

'তোমাকে ভালবাসি হে নবী!' বইটি মুহাম্মদ সা. এর সীরাহ বা জীবনী মূলক গ্রন্থ। বইটিতে রাসুল সা. এর জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত খুব সুন্দর ভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে, লেখক বইটিতে নবুয়ত, হিজরত, যুদ্ধ, বিদায় হজ্ব ও ওফাত এর ঘটনাগুলো তুলে ধরেছেন।

যদিও এটি স্বল্প পরিসরে এবং বিশদভাবে জানা যায় না তবুও একজন লেখক ইসলাম ধর্মাবলম্বী না হয়েও চমৎকার ভাবে লিখেছেন। তার নবী প্রেম ও আবেগ প্রশংসনীয়।

বইয়ের শুরুতে লেখকের 'হৃদয়ের আকুতি' দেখতে পাই, যেখানে তিনি রাসুল সা. ভারতবর্ষে কেন এলেন না সেজন্য ভারতকে দুর্ভাগিনী এবং বঞ্চিত বলছেন। একপর্যায়ে লেখক বলেন, "আমেনার দুলাল, হে মুহাম্মদ! মক্কার কোরেশ তোমাকে প্রত্যাখ্যান করেছে, কিন্তু ভারতমাতা একবার যদি লাভ করতো তোমার পবিত্র পদধূলি তাহলে 'চন্দনধূলি' রূপে সে তা কপালে মেখে ধন্য হতো।" আমার কাছে এটি লেখকের স্রেফ আবেগঘন আকুতি ছাড়া আর কিছু লাগেনি। চৌদ্দশত বছর পর এখনও যেখানে ভারতবাসী মুসলমানদের নিজ কওম ভাবেনি সেখানে আরব থেকে আসা মুহাম্মদকে কিভাবে নিতো?

সর্বোপরি অনুবাদকের লিখনশৈলী চমকপ্রদ। তিনি সুন্দর ভাবে সব কিছু উপস্থাপন করেছেন। ভালো লেগেছে বইটি।

পাঠ প্রতিক্রিয়া - ১৫

-আ. আল মাসুদ

মানবতার পয়গাম নিয়ে যে সকল রথী-মহারথীর আগমন ঘটেছিলো তাদের কেউ ছিলেন সমাজ সংস্কারক, কেউ বা সফল রাষ্ট্রনায়ক, কেউ বা ছিলেন ধর্ম প্রচারক। ইসলামের নবী মুহাম্মদ সা. ছিলেন একাধারে রাজনীতিবিদ, সমাজ সংস্কারক, শ্রেষ্ঠ নেতা, নারী অধিকার প্রতিষ্ঠাকারী, বিশ্বস্ত ব্যক্তিত্ব, প্রিয়তম স্বামী, উত্তম চরিত্রের অধিকারী, ক্ষমাপরায়ণ, দয়াপরবশ ইত্যাদি মহৎ গুনে গুণান্বিত ব্যক্তি। তাইতো মানব ইতিহাসের জঘন্যতম আইয়ামে জাহিলিয়াতের যুগেও বালক মুহাম্মাদের সচ্চরিত্রের সার্টিফিকেট স্বরূপ 'আল আমিন' উপাধি দিতে কুণ্ঠাবোধ করেননি আরববাসী।

কিন্তু বড় পরিতাপের বিষয় পাশ্চাত্য ভাবধারার লেখকগণ নবী মুহাম্মদ সা. ও তার আনীত সত্য তথা ইসলাম ধর্মকে জঙ্গিবাদ, যুদ্ধবাজ, সাম্প্রদায়িক ট্যাগ লাগাতে তৎপর। মুসলমানরা কখনো আগে আক্রমণ করেনি বরং আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছে। যুগে যুগে অনেক অমুসলিম ইতিহাসবেত্তাগণও ইসলাম ধর্মের মহান আদর্শ তুলে ধরেছেন। নবী মুহাম্মদ সা. কে দিয়েছেন বিশ্বের ইতিহাসে মানবতার কাণ্ডারীর মর্যাদা। তাইতো লেখক গুরুদত্ত সিং এর কলম নবী মুহাম্মদ সা. এর জীবনচরিত সংক্ষিপ্ত অথচ নিগূঢ় আবেগ দিয়ে ঢেলে সাজিয়েছেন।

লেখক 'রাসূলে আরাবী' গ্রন্থে মুহাম্মদ সা. এর জন্মের পূর্ব থেকে শুরু করে তার জীবনাবসান পর্যন্ত ঘটনাবলীর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিয়েছেন। কিন্তু মুহাম্মদ সা. এর জন্ম থেকে শুরু করে মৃত্যু পর্যন্ত বিশদ জানার জন্য প্রয়োজন উচ্চতর পড়াশোনার।

আজ মুহাম্মদ সা. এর আদর্শ থেকে বিচ্যুতির ফলে সারা বিশ্বে মুসলমানরা লাঞ্ছিত, নির্যাতিত। অথচ লেখক গুরুদত্ত সিং অমুসলিম হয়েও নবী মুহাম্মদ সা. এর প্রতি যে আবেগ দিয়ে বইটি লিখেছেন আমরা কি নবীর প্রতি সে আবেগ দেখাতে পেরেছি? মুহাম্মদ সা. ভারতবর্ষে আগমন না করার কারণে লেখকের মনে যে হাহাকার আন্দোলিত হয়েছে রাসূলপ্রেমের, তার আদর্শ অনুসরণে আমরা ততটা অনুগামী হতে পেরেছি?

পুনশ্চ: বইটির যে লেখাগুলো সবচেয়ে বেশি আকৃষ্ট করেছে- "আগুনের তাপে শীতল পানি নিজেই শুধু উত্তপ্ত হয় না, বরং আগুনের স্বভাব গ্রহণ করে অন্যকেও ঝলসে দেয়।" অর্থাৎ মুসলমানরা কখনো আগে আক্রমণ করেনি বরং অত্যাচারিত হয়ে আক্রমনের তীব্র জবাব দিয়েছেন।

পাঠ প্রতিক্রিয়া - ১৬

-ফরহাদ হাসান

- এটির দাম কতো?

- সত্তর টাকা।

- তা তো গায়ের মূল্য।

- আবু তাহের মিছবাহ'র সব বই-ই গায়ের মূল্যে বিক্রি করতে হয়।

২০১২ সালে 'তোমাকে ভালবাসি হে নবী!' বইটি কেনার সময় একজন লাইব্রেরিয়ানের সাথে ওইটুকু কথা হয়েছিল। শেষে অনেক চাপাচাপি করে দশ টাকা কম দিয়েছিলাম। ষাট টাকা। তবে আমার বিশ্বাস অন্য বইয়ের মূল্য থেকে তিনি সেটি পুষিয়ে নিয়েছিলেন। এইটুকু আলাপে জেনে ছিলাম, আবু তাহের মিছবাহ সাহেবের বইয়ের মূল্যের একটা ব্যতিক্রম নিয়ম আছে। একদর। আরো জেনে ছিলাম, তিনি তার নিজস্ব প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান 'দারুল কলম' ছাড়া অন্য কোনো প্রকাশনা থেকে বই প্রকাশ করেন না। দুটো বিষয়ই ভালো লেগেছিল। কেনার কিছুদিন পরই বইটি একবার পড়েছিলাম।

আমার সংগ্রহে যেসব বই আছে এই বইটি সবচে বেশি স্মৃতি বহন করে। ২০১৩ সালের রমজান মাসের এক বিকেলে ঢাকা উত্তরায় রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে আছি। তুমুল বৃষ্টি। ভিজে লুতুপুতু হয়ে গেছি একেবারে। কাঁধে ব্যাগ, হাতে পেপার করা বইয়ের বান্ডিল। তিন কেজি ওজনের ব্যাগটা ভিজে ছয় কেজি ছাড়িয়েছে। বৃষ্টির পানিতে পেপার ধুয়ে গেছে। বইয়ের প্রচ্ছদ দেখা যাচ্ছে। আমি দাঁড়িয়ে থেকে একবার আকাশের দিকে, একবার হাতে রাখা বইয়ের বান্ডিলের দিকে তাকাচ্ছিলাম। আকাশমুখো হলেই ছুরির মতো বৃষ্টির ফলা মুখমণ্ডল বিদ্ধ করছিল। নিম্নমুখী হতেই চোখ পড়ছিল হাতের বান্ডিলে বৃষ্টির পানি ধুয়ে দিচ্ছে 'তোমাকে ভালবাসি হে নবী!'র ধূসর প্রচ্ছদ। সেই বৃষ্টিস্নাত জলের ছাপ এখনো বইটির গায়ে লেগে আছে। ঢাকার সেই যাত্রায়, ভেজা শরীর ছুঁয়ে ছুঁয়ে আরো একবার বইটি পড়া হয়েছিল।

বাংলা সাহিত্য পড়া শুরু করেছি আবু তাহের মিছবাহ'র বই পড়ে। তার বিরামচিহ্নের ব্যবহার এবং শব্দের খুঁতখুঁতে নির্বাচন সেকালে মুগ্ধতা জাগালেও একালে গুরুচণ্ডালীর মতো মনে হয়। 'রাসূলে আরাবী'র অনুবাদ 'তোমাকে ভালবাসি হে নবী!'র সেকালে পড়া ও একালে পড়ার মাঝেও এই পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়েছে।

নোট: রিভিউ লিখতে গিয়ে গোছানোর চেষ্টা করে বারবার ব্যর্থ হয়ে, মনে যা এলো তাই লিখলাম। এটিকে বুক-রিভিউ বলা কোনোভাবেই সঙ্গত হবে না।

পাঠ প্রতিক্রিয়া - ১৭

-এমদাদুল হক

বইটি সম্পর্কে আমার কথা হলো, বইটিতে চমৎকার লিটারেরি ওয়ার্ড ব্যবহার করেছে, অনেক ফিগার অব স্পিচ ব্যবহার করেছে বইটিতে- বইটি পড়ে আমার মনে হলো আমি ইংরেজি সাহিত্যের কোন ট্রাজেডি উপন্যাসের অনুবাদ পড়ছি। এত উচ্চমার্গীয় কথা ব্যবহার করেছে যা কল্পনাও করা যায় না।

আমি বইটি থেকে কিছু কথা তুলে ধরছি...

- "তুমি তৃষ্ণার্ত হৃদয়ের আকুতি শুনো, এসো হে প্রিয়তম! তোমার জন্যই সাজিয়ে রেখেছি আমার এই হৃদয় সিংহাসন।"

- "মুহূর্তের অসতর্কতায় কতো গুণী মহাগুণী, ঋষি -মহাঋষীর যে নৌকা ডুবেছে এ উত্তাল দরিয়ায়"

- "আমরা আকৃতিতে ইনসান,ভিতরে শয়তান।"

- "দেহের স্থূলতাকে অতিক্রম করে যে পবিত্র প্রেম আত্মার সমীপে সমর্পিত হয় তা মানুষকে যেমন চিন্তায় মহীয়ান করে, তেমনি চেতনায় বলীয়ান করে।"

- "দোহাই তোমার প্রেমের, বঞ্চনার দহনে দগ্ধ করো না এ অভাগাকে!"

এই সমস্ত বাক্যে পুরো বইটি ভরপুর, যা পড়তেই মন চায়।

মহানবী সা. সম্পর্কীয় বইটি হলেও এমন সাহিত্য ব্যবহার করায়, আমি মনে করি নতুন একটি ধারার সূচনা হলো। এই সমস্ত মানসম্মত শব্দ প্রয়োগে, বাক্য প্রয়োগে বইটি হয়ে উঠেছে ট্রাজেডি কোন উপন্যাসের মতো, যা পড়তেই মন চায়। আমার খুব ভালো লেগেছে বইটি।

পাঠ প্রতিক্রিয়া - ১৮

-নাইমা সুলতানা

'তোমাকে ভালবাসি হে নবী!' একটি সংক্ষিপ্ত সীরাত গ্রন্থ। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব মহানবী সা. সম্পর্কে কৌতুহল চিরকালের। মূল লেখক গুরুদত্ত সিং রচিত 'রাসূলে আরাবী' এবং মওলানা আবু তাহের মিছবাহ কর্তৃক অনুদিত এই বইটি।

বইটি ধর্মচর্চার উদ্দেশ্যে রচিত কোন গ্রন্থ নয়। এটি একজন অমুসলিমের নবী মুহম্মদ সা. এর প্রতি নিঃস্বার্থ ভালোবাসার পরিচয়। আলোচ্য বইটিতে রয়েছে চারটি অধ্যায়। তার সাথে যুক্ত হয়েছে 'হৃদয়ের আকুতি'-নামক ভিন্ন একটি অধ্যায়।

হৃদয়ের আকুতি বলে লেখক ব্যক্ত করেছেন- আরবের সৌভাগ্য আর ভারতের দুর্ভাগ্য। আর এই সুর ধরেই লেখক বলেন, মহানবী সা. জন্মে আরব সৌভাগ্যবান হয়েছে। অন্যদিকে দূর্ভাগা হয়েছে ভারতভূমি।

"হে বালু সাগরের 'আরবিস্তান'! বিশ্ব মানচিত্রে একদা তুমি এমনই অখ্যাত অবজ্ঞাত ছিলে যে, সভ্য জগত জানতো না, আরব নামের কোন দেশ আছে, আর সেখানে মানুষর সমাবেশ আছে, অথচ বিশ্ব আজ তাকিয়ে আছে তোমার পানে কী বিপুল বিস্ময় নিয়ে! তোমার প্রেমে কাতর নয় কোন্ সে মন! তোমার দর্শন-পিপাসু নয় কোন্ নয়ন! এবং তোমার আশীর্বাদের ভিখারী নয় কোন্ সে রাজা! কোন্ সে রাজ্য!"

লেখক মহানবীর জীবনের ঘটনাসমূহ পর্যায়ক্রমে বর্ণনা করেছেন। আল্লাহর রাসূল বাল্যকালে পিতামাতা, পিতামহকে হারিয়ে চিরদুঃখী বালক মুহাম্মদ সা. শোকে ভেঙে না পড়ে সবাইকে বিস্মিত করেন নিজের অসাধারণ ব্যক্তিত্বের উদারতার পরিচয় দিয়ে। চাচা আবু তালিবের ছায়াতলে শুরু করেন জীবিকা নির্বাহ। আরবের সেই বিশৃঙ্খল সমাজে তিনি এতোটাই সৎ ছিলেন যে তাকে 'আল-আমিন' বলে সকলে সম্বোধন করতেন। তাঁর এই সুখ্যাতি পৌঁছে যায় বিধবা সম্পদশালী নারী হযরত খাদিজা রা. এর কাছেও। পরবর্তী জীবনে তিনি মহানবী সা. গুণে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে স্বামীরূপে গ্রহণ করেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে নবুওয়তের পূর্বাভাস থেকে তায়েফ গমন ও সেখান থেকে ফিরে আসা পর্যন্ত আলোচনা করা হয়েছে।

'পড়, হে মুহাম্মদ!' মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ধ্যানমগ্ন অবস্থায় শুনতে পেলেন এই অদৃশ্য নির্দেশ।

আল্লাহ তাআলা তাঁকে রাসূল হিসেবে মনোনীত করলেন। সর্বপ্রথম খাদিজা ইসলাম গ্রহণ করে ধন্য হলেন। একসময় প্রকাশ্যে দাওয়াতের কাজ শুরু হলে কোরেশের অসহনীয় নির্যাতন সহ্য করলেন আল্লাহর প্রেরিত দূত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। কোরেশরা যখন দেখলো এভাবে দমানো যাবে না মুহাম্মদ সা. কে, তখন প্রলোভন দেখাতে লাগলো। যিনি এসেছেন বিশ্ব জগতের মালিক আল্লাহ তাআলার দিকে মানুষকে আহ্বানের জন্য, তিনি কী এ প্রলোভনে প্রলোভিত হন! কখনও নয়।

এভাবেই একেরপর এক কোরেশদের কাছ থেকে বাধা আর নির্যাতনের সম্মুখীন হয় আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মদ

তৃতীয় অধ্যায়ে মদীনা হিজরত থেকে খন্দক যুদ্ধ পর্যন্ত আলোচিত হয়েছে।

আল্লাহ তাআলার আদেশে মদীনার পথে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। নবীর শুভাগমনে মদীনায় শুরু হলো আনন্দ উৎসব।

পরবর্তীতে মহানবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবদ্দশায় বদর যুদ্ধ। বদরে বন্দিদের সাথে মুসলমানদের মানবতার উদার আচরণ।তারপর উহুদ যুদ্ধ। উহুদ যুদ্ধে প্রিয়নবীর জন্য সাহাবায়ে কেরামের আত্মত্যাগ। সর্বশেষ অধ্যায়ে হোদায়বিয়ার সন্ধি থেকে অন্তিমমুহূর্ত পর্যন্ত আলোচিত হয়েছে। হোদায়বিয়ার সন্ধির পর মক্কা অভিযান। মক্কায় আগমনের পর ক্ষমা ও উদারতা প্রদর্শন। তারপর বিদায় হজের ভাষণের সেই বিশ্ব মানবজাতির অন্তিম মুহূর্ত।

'তোমাকে ভালবাসি হে নবী!'- আগ্রহ জাগানোর জন্য এ নামই যথেষ্ট। লেখকের নাম দেখে আগ্রহ বাড়ে আরও কয়েকগুণ। ইতিহাসের মানদণ্ডে মহানবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জীবনী নিয়ে এরচেয়ে উচ্চস্তরের গ্রন্থ রচনা করা হয়তো সম্ভব ছিলো, তবে এটা অসম্ভব যে, কোন অমুসলিম লেখক ভক্তি-ভালবাসা দিয়ে এত সুন্দর পেশ করবে। বইয়ের প্রতিটি পাতায় ছিল মহানবীর প্রতি লেখকের অসম্ভব ভালোবাসা। এটাই এই গ্রন্থের সর্বোত্তম বৈশিষ্ট্য। বইটি পড়লে দুই চোখ অশ্রুতে সিক্ত হয়ে যায়। এবং লজ্জায় মস্তক অবনত হয়ে যায় এ ভেবে- অন্য ধর্মাবলম্বী যদি আমাদের নবীকে এমন করে ভালবাসতে পারে, তাহলে আমাদের কেমন হওয়ার কথা ছিলো!

তিনিই বিশ্বনবী মহানবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! যার দর্শন লাভে পাষাণের বুক চিরে হেদায়াত প্রবেশ করে। অতঃপর ওই হেদায়াতের আলোয় পাষাণ খাঁটি সোনার চেয়েও খাঁটি হয়ে ওঠে!

মানবজাতির এক মহান আদর্শ মহানবী সা.। তিনি ছিলেন পরম দয়ালু। তাঁর জীবনী বিশ্ব-মানবের পথচলার পরম নির্দেশক। মহানবী সা. এর জীবনের প্রতিটা দিন আমাদের জন্য শিক্ষা।

পাঠ প্রতিক্রিয়া - ১৯

-জান্নাতুল সাদিয়া পুষ্প

ইসলাম ধর্ম অনুযায়ী, হযরত মুহাম্মদ সা. আল্লাহর প্রেরিত সর্বশেষ নবী ও রাসূল এবং তাঁর উপরই পবিত্র কোরআন প্রেরিত হয়েছিলো। তাঁর আদর্শের ভিত্তিতেই ইসলামিক সভ্যতা গড়ে ওঠে।

ইতিহাসে হযরত মুহাম্মদ সা. কে রাজনৈতিক এবং আধ্যাত্মিক উভয়ক্ষেত্রে সফল ব্যক্তি এবং ইসলামের প্রবর্তক হিসেবে অভিহিত করা হয়। ইসলাম ধর্মের এই মহামানবের সংক্ষিপ্ত জীবনী লেখক গুরুদত্ত সিং বর্ণনা করেছেন তাঁর 'রাসূলে আরাবী' গ্রন্থে। উর্দু ভাষায় রচিত এ গ্রন্থটি বাংলায় অনুবাদ করেছেন, মাওলানা আবু তাহের মিছবাহ।

বইটির নাম দেখেই এর মাহাত্ম্য আঁচ করা যায়। একজন অমুসলিম ব্যক্তি কীভাবে নবীপ্রেমের নিদর্শন প্রকাশ করেছেন বইটি পড়লেই বুঝা যায়।

বইটিতে রয়েছে চারটি অধ্যায়। এছাড়াও 'হৃদয়ের আকুতি' নামে যুক্ত হয়েছে আরো একটি অধ্যায়। যেখানে লেখক মুহাম্মদ সা. এর জন্মস্থানের প্রেক্ষিতে আলোচনা করেছেন, আরবের সৌভাগ্য এবং ভারতভূমির দুর্ভাগ্যের কথা। গভীর দুঃখবোধ এবং আক্ষেপের ছবি ফুটে উঠেছে লেখকের প্রতিটি লাইনে।

প্রথম অধ্যায় থেকে চতুর্থ অধ্যায় পর্যন্ত লেখক বর্ণনা করেছেন মুহাম্মদ সা. এর জন্ম, শৈশব থেকে শুরু করে জীবনের নানা পরিক্রমা। আলোচনা করেছেন মুহাম্মদ সা. এর হেরাগুহার সাধনা, তায়েফ গমন, বদর যুদ্ধ, উহুদ যুদ্ধ, খন্দক যুদ্ধ, মক্কা অভিযান, বিদায় হজ্ব এবং মুহাম্মদ সা. এর অন্তিম মুহূর্ত। এই মহাপুরুষ জীবনের মুহূর্তগুলো নানা দুঃখ, কষ্ট, ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করেছেন, এসব পরিস্থিতির আবেগঘন বর্ণনা দিয়েছেন লেখক।

বইটির সুন্দর শব্দচয়ন, ছন্দোময় প্রকাশভঙ্গি, সাবলীল গতিময়তা প্রতিটি পাঠকহৃদয়কে আকৃষ্ট করবে বলে আমার মনে হয়। 'হযরত মুহাম্মদ সা.' -এই মহামানবকে জানতে প্রাথমিক ধাপ হিসেবে অবশ্যই এই বইটি সবার পড়া উচিত।

পাঠ প্রতিক্রিয়া - ২০

-মাহবুব এ রহমান

'তোমাকে ভালবাসি হে নবী' গুরুদত্ত সিং রচিত একটি সীরাত গ্রন্থ। এটির মূল নাম 'রাসুলে আরাবি'। বইটি উর্দু থেকে বাংলায় ভাষান্তর করেছেন মাওলানা আবু তাহের মিছবাহ। সীরাতগ্রন্থ হিসেবে বইটি অতি ছোট্ট। যারা ইবনে হিশামের 'সীরাত ইবনে হিশাম', আল্লামা শফিউর রহমান মোবারকপুরির 'আর রাহিকুল মাখতুম' কিংবা নঈম সিদ্দিকীর 'মানবতার বন্ধু হযরত মুহাম্মদ সা.' পড়েছেন তারা এই গ্রন্থের অপ্রতুলতা অনুধাবন করতে পারবেন। কিন্তু বর্ণনাভঙ্গি আর ভাবাবেগ বইটিকে করেছে অনন্য।

দক্ষ অনুবাদক আবু তাহের মিছবাহ লেখকের মর্মবেদনা ধরতে পেরেছিলেন বলেই হয়তো অতি চমৎকারভাবে ভাষান্তর করতে পেরেছেন। বইটি পড়লে যা স্পষ্টই অনুমেয়। পাশাপাশি অনুবাদক নামের ক্ষেত্রে নিজের স্বাধীনসত্তার পুরোপুরি ব্যবহার করলেও ভাষাগত দিক দিয়ে লেখকের দৃষ্টিকোণ বা দৃষ্টিভঙ্গিকে যথাযথ গুরুত্ব দিয়েছেন।

বইটির শুরুতে 'হৃদয়ের আকুতি' পড়ার সময় মনে হচ্ছিল যেনো কোনো কবিতার পঙক্তিমালা আওড়াচ্ছি। এই অধ্যায় শেষে কাব্যিক বর্ণনা কমে এলেও পুরোটা গ্রন্থ জুড়েই ছিল ভাষালঙ্কারের কারুকাজ। এটাই গ্রন্থটির শ্রেষ্ঠত্বের অন্যতম একটি কারণ।

বইয়ের আরেকটি চমৎকার বিষয় এই যে, লেখক হিন্দু ধর্মাবলম্বী হয়েও নিজের বিশ্বাসকে কেমন নির্দ্বিধায় কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছেন যা আমাকে অবাক করেছে। যেমন লেখক আব্দুল মুত্তালিব সম্পর্কে বলেছেন, "এই জ্ঞানবৃদ্ধের একশটা বছর কেটে গেলো মূর্তিপূজার অন্ধকারে। ভক্ত পূজারীদের কাতারে দাঁড়িয়ে আজীবন তিনিও পূজা-প্রণাম করে গেলেন ভক্তি বিগলিত চিত্তে। কিন্তু অন্তরে তাঁর একবারও উঁকি দিলো না যে, এ পথে কেউ কি তার আত্মার প্রশান্তি খুঁজে পেয়েছে? প্রতিমার চরণতলে মাথা কুটে কেউ কি সিদ্ধি লাভ করেছে? পাষাণ প্রতিমা কি হতে পারে মানবের কল্যাণ-অকল্যাণের নিয়ন্তা?"

স্বল্প পরিসরে হলেও লেখক গ্রন্থে কত্ত সহজ আর সাবলীলভাবে মানবতার মুক্তির দূত হযরত মুহাম্মদ সা. এর জীবন তুলে ধরেছেন। যা সত্যিই মুগ্ধ করেছে। চারটি অধ্যায়ে নবী জীবনী বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে গ্রন্থে। পাঠমাত্রই রাসুলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনী কেমন করে জানি চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

কাব্যিক বর্ণনা আর লেখকের সহজ স্বীকারোক্তি গ্রন্থটিকে সুখপাঠ্য করে তুলেছে। দুটি চরণ এখানে বর্ণনা করার লোভ সামলাতে পারছিনা। লেখক রাসুলকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন, "হে প্রিয়তম! সেবাদাসত্বের সৌভাগ্য-তিলকও যদি ললাটে না জোটে। তাহলে মুহূর্তের জন্য হলেও একবার এসে বলে যাও তুমিও কি মেনে চলো আপন পরের পার্থক্য! নইলে কেনো এ উপেক্ষা! কিসের এ পর্দা!

তৃষ্ণার্ত হৃদয়ের আকুতি শোনো প্রিয়তম! এসো হে প্রিয়তম! তোমারই জন্য যে সাজিয়েছি আমার এ হৃদয় সিংহাসন!"

পাঠ প্রতিক্রিয়া - ২১

-আল ইমরান

হযরত মোহাম্মদ সা.

আমি যখনই এই মহামানব কে নিয়ে ভাবি, তখনই বিস্ময়ে ও মুগ্ধতায় মাথা নোয়াই। ধর্মের জন্য একজন মানুষকে সেই সাথে তাঁর অনুসারীদের যে পরিমাণ অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্ট, অত্যাচার-নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছিল, পৃথিবীর অন্য কোন ধর্ম প্রচার করতে এতটা নির্যাতন-নিপীড়ন সহ্য করতে হয়েছিল কি না আমার জানা নেই।

আরবের লোকেরা যখন তার চরম শত্রু, তাকে হত্যা করতে সবাই প্রস্তুত, অথচ সেই শত্রুরাই তাদের সম্পদ মোহাম্মদের কাছেই গচ্ছিত রাখতেন!!! আরবের শত্রুদের কাছেও তিনি 'আল আমিন' বলে পরিচিত ছিলেন। যার অর্থ 'বিশ্বাসী'।

তাঁর চরিত্রের এত কোমলতা, কথার এত মাধুর্য, সবার প্রতি সমান দৃষ্টিভঙ্গি, ন্যায্যতা ভিত্তিক ন্যায়বিচার, অসাম্প্রদায়িক চেতনা, আমানতের এত সুন্দর দৃষ্টান্ত পৃথিবীর আর কোন মানুষের মধ্যে আছে কি না সন্দেহ!

এ বইটি পড়ার সময় একজন অমুসলিম লেখকের বই দেখে নিঃসন্দেহেই একটা বাড়তি আকর্ষণ ছিল। অনুবাদটি পড়তে গিয়ে আমার আরো বেশি ভাল লেগেছে, পুরো বইটিতেই একটা ছন্দ ছিল, যেমনটা কবিতায় পাওয়া যায়। লেখক শব্দের মাধ্যমে আবেগের এত সুন্দর বহিঃপ্রকাশ করেছেন, যা বিশেষ প্রশংসনীয়।

তবে বইটি নবী করিম সা. এর পুরো জীবনের ঘটনাগুলোর একটা সারাংশ বলা যায়। তাঁর জীবনের ঘটনাগুলো আরও বিস্তারিত ও নিখুঁতভাবে বর্ণিত আছে বিভিন্ন সিরাত গ্রন্থে।

তবে হযরত মোহাম্মদ সা. সম্পর্কে প্রাথমিকভাবে জানার জন্য এটিই হতে পারে সর্বোত্তম বই।

পাঠ প্রতিক্রিয়া - ২২

-আসমাউল মাওয়া আফরিন

যে কয়েকটা অনুবাদগ্রন্থ পড়া আছে সেগুলোর কোনটা পড়ে তৃপ্তি পাইনি যেটা 'তোমাকে ভালবাসি হে নবী!' বইটি পড়ে পেয়েছি। বইটির শব্দচয়ন চমৎকার।শুরুতে মনে হচ্ছিলো কবিতা পড়ছি...। অনুবাদক আবু তাহের মিছবাহ মূল বইয়ের ভাব-আবেগ অত্যন্ত সফলভাবে তুলে ধরতে পেরেছেন বলে মনে হয়েছে যদিও মূল বইটি পড়িনি।

একজন অমুসলিমের দৃষ্টিতে প্রিয় নবীর এমন অসাধারণ উপস্থাপনা দেখে বিস্মিত হয়েছি খুব। বিস্মিত হয়েছি ভারতবর্ষে নবীর পদধূলি না পাওয়া নিয়ে লেখকের আফসোস দেখে।

নবী সা. এর চারিত্রিক গুণাবলী যে কাউকেই আকৃষ্ট করবে সহজে, যে কেউই নবীর প্রেমে পড়বে অনায়াসে। বিশ্বের দরবারে ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য তার জীবদ্দশায় যে অপমান, নির্যাতনের শিকার তিনি হয়েছেন সেক্ষেত্রে বইটি সে সব ঘটনার সারাংশ মাত্র, তবে নবী সা. সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা নিতে বইটি যথার্থ ।

অমুসলিম মানবজাতিকে নবী সা. সম্পর্কে ধারণা দেওয়াই লেখকের লক্ষ্য ছিলো বলে আমার ধারণা।

পাঠ প্রতিক্রিয়া - ২৩

-মুহাম্মদ মিরাজ

'তোমাকে ভালবাসি হে নবী' শিরোনামে যে বইটি অনুবাদ হয়েছে, নিঃসন্দেহে তা একটি উঁচু মর্যাদার লেখনী সীরাত সম্পর্কিত বই।

বইটি পড়ার সময় আমার মনেই হয়নি যে বইটির মূল লেখক একজন অমুসলিম। বইটির সাবলীল ভাষা এবং সীরাত সম্পর্কিত তথ্য পাঠকের মনে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলা ধর্মীয় ব্যক্তির দ্বারাই সম্ভব। কিন্তু এ বইটি অমুসলিম কর্তৃক লিখিত মুসলিম ধর্মের বই পাঠকের মনে অবশ্যই দাগ কাটবে।

ইসলাম ধর্মের মহামানব রাসুল সা. সম্পর্কে যে কথাগুলো ফুটিয়ে তুলেছেন, এবং সত্য প্রচারে তিনি আবির্ভূত হয়েছেন তা বইটিতে অত্যন্ত সুন্দরভাবে গুছিয়ে লিখেছেন। সত্য প্রচার করতে যে জুলুম নির্যাতন তিনি সহ্য করেছেন তা একমাত্র মানব সভ্যতা মুক্তির জন্য লেখক তা বুঝেছেন এবং বুঝিয়েছেন। লেখক যদি সত্যি তা হৃদয়ঙ্গম করে সত্যের ছায়াতলে ফিরে আসে তাহলে তাকে সাধুবাদ জানাই।

আমার মতে প্রত্যেক মানুষেরই মহামানবদের জীবনীগুলো পড়া উচিৎ এবং তা থেকে শিক্ষা নিয়ে জীবনে বাস্তবায়ন করার মাধ্যমে সমাজ ও রাষ্ট্র পরিবর্তন করা দরকার। মহামানবেরা মানুষের দুঃখ কষ্ট লাঘব করার জন্য নিজেরা অনেক অত্যাচার সহ্য করেছেন এবং সফল হয়েছেন। আমাদের উচিৎ মানুষের সেবা করার মাধ্যমে সৃষ্টিকর্তাকে খুশি করে পরকালের শান্তি নিশ্চিত করা।

পাঠ প্রতিক্রিয়া - ২৪

-শান্তা ভদ্র

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানব মহানবী সা. সম্পর্কে কৌতুহল চিরকালের। গুরুদত্ত সিং রচিত এবং মওলানা আবু তাহের মিছবাহ কর্তৃক অনূদিত 'তোমাকে ভালবাসি হে নবী' পড়ে সেই কৌতুহল কিছুটা নিবৃত্তির সুযোগ হলো। বইটি নিছক ধর্মচর্চার উদ্দেশ্যে রচিত কোন গ্রন্থ নয়। এটি একজন অমুসলিমের নবী মুহম্মদ সা. এর প্রতি নিখাঁদ ভালোবাসার অর্ঘ্য। বইয়ের প্রতিটা পাতা লেখকের নবীপ্রেমের মুগ্ধতায় পরিপূর্ণ।

মহানবী সা. এর বহুল ঘটনাসম্বলিত জীবনীকে লেখক তার নিজস্ব কল্পনাশক্তি মিশিয়ে উপস্থাপন করেছেন। সুপাঠ্য এই ছোট্ট কলেবরের বইটি ছোট থেকে বড় সকলের মনের খোরাক পূরণ করতে পারে। বইয়ের শুরুতেই লেখকের আবেগাপ্লুদ হৃদয়ের আকুতি, জীর্ণ শীর্ণ মরুভূমির সৌভাগ্য এবং দুর্ভাগা ভারত মাতার বিলাপ দিয়ে। সত্যিই বর্বর বেদুঈন জাতির চিরসৌভাগ্য বিশ্বনবীকে তাদের মাঝে পাওয়া। লেখক মহানবীর জীবনের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা পর্যায়ক্রমে বর্ণনা করেছেন।

বাল্যকালে পিতা, মাতা, পিতামহকে হারানো চিরদুঃখী বালক মুহম্মদ সা. সবাইকে বিস্মিত করেন নিজের অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্ব দিয়ে। চাচা আবু তালিবের ছায়াতলে শুরু করেন জীবিকা নির্বাহ। আরবের সেই বিশৃঙ্খল সমাজে তিনি এতোটাই সৎ ছিলেন যে তাকে 'আল-আমিন' বলে সম্বোধন করা হতো। তাঁর এই সুখ্যাতি পৌঁছে যায় হযরত খাদিজা রা. কাছেও। তিনি মহানবীর গুণে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে স্বামীরূপে গ্রহণ করেন। হযরত খাদিজা রা. মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তাঁর অসীম শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস দিয়ে মহানবী সা. কে আবদ্ধ করে রেখেছিলেন। তাঁর বিশ্বাস এতটাই প্রবল ছিল বিন্দুমাত্র বিলম্ব ছাড়া নবীজীর নবুয়ত প্রাপ্তির কথা বিশ্বাস করেন।

শুরুতে খুব অল্প সংখ্যক মানুষ নবীজীর উপরে বিশ্বাস আনেন। এই অল্প সংখ্যক সমর্থক নিয়ে তিনি কোরাইশদের অসহনীয় নির্যাতন সহ্য করে তাঁর মতাদর্শ প্রচার করতে থাকেন।

ব্যক্তজীবন থেকে রাজনৈতিক জীবনে নবীজীর সাহসিকতা, ক্ষমাশীলতা, সংযম, সহমর্মিতা, পরিশ্রম ও দূরদর্শিতার মাধ্যমে মহানবী সা. তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় দেন। সর্বপরি আমার মনে হয়েছে অনান্য পয়গম্বর থেকে মুহম্মদ সা. পার্থক্য এই যে তিনি খুব 'সাধারণ' ছিলেন। সাধারণ পরিবেশে সাধারণ জীবনযাপনে আমরা কিভাবে অসাধারণ ব্যাক্তিত্বের পরিচয় দিতে পারি সে শিক্ষা নবীজী আমাদের দিয়েছেন।

যারা বইটি এখনো পড়েননি, তাদের প্রতি বইটি অন্তত একবার পড়ে দেখার অনুরোধ রইলো।

পাঠ প্রতিক্রিয়া - ২৫

-মাসুম বিল্লাহ আরিফ

ইসলাম ও পাশ্চাত্যের যে দ্বন্দ্ব, শুদ্ধ করে বললে পাশ্চাত্য সভ্যতা ঘুরেফিরে যে ইসলামের উপরই ঝাল মেটাতে চায় তার একটি সুন্দর নাম আছে। ক্ল্যাশ অব সিভিলাইজেশনস বা সভ্যতার সংঘাত। তারা ইসলামকে শুধু একটি ধর্ম হিসেবে নয় বরং একটি চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখে। কারণ ধর্মতো কতগুলো ritual এর সমষ্টি। কিন্তু অর্থনীতি, রাজনীতি, সমাজনীতি, লাইফস্টাইলসহ তাবত ক্ষেত্রে এই ইসলামের বাস্তবধর্মী নিজস্ব রূপরেখা আছে। এটাই তাদের মাথা ব্যথা।

স্যামুয়েল পি. হান্টিংটনের মতে, "পশ্চিমা সভ্যতাকে বাঁচাতে হলে ইসলামী সভ্যতাকে যেভাবেই হোক আক্রমণ করা উচিত।"

ফলে পাশ্চাত্য সভ্যতার ধ্বজ্জাধারীরা ইসলামের মহাপুরুষ নবী মুহাম্মদের উপর মহা খ্যাপা। তাঁর জীবনীতে কলংক ও কালিমা লেপনে তারা চেষ্টার কোন কমতি রাখেনি। কারণ মূলে আঘাত করলে তার ফলাফলও হবে সীমাহীন।

D.S. Margoliuth, Gold Ziher, Muir ও Springer এর মতো আরো বহু ওরিয়েন্টালিস্ট এই কাজটির আঞ্জাম দিয়েছেন অতি সুচতুরভাবে। একজন মানুষ নিয়ে তাদের অনবরত বিদ্বেষ বিস্ময় জাগানিয়াও বটে।

নবী জীবনী পাঠের আগে একটি বিষয় ক্লিয়ার হয়ে নিতে হবে- নবী মুহাম্মদ সা. ছিলেন একেশ্বরবাদী এবং এই একত্ববাদ বা তাওহিদের একনিষ্ঠ প্রচারক। তাই প্যাগানিজমের সাথে তাঁর বৈরীতা থাকবে এটাই স্বাভাবিক। আর প্যাগানিজমের অসারতাও তিনি জীবনভর তুলে ধরেছেন, জনে জনে বুঝিয়েছেন।

'রাসূলে আরাবী' ; যার অনুবাদ হলো 'তোমাকে ভালবাসি হে নবী!' বইটির লেখক একজন শিখ এডভোকেট, এটাই পাঠককে চুম্বকের মতো টানে বইটির দিকে।

একজন সীরাত পাঠক হিসেবে নবী জীবনের উপর আমার পড়া সবচেয়ে ছোট বই হলো এটি। এখানে ঘটনার চেয়ে আবেগ-স্নাত অনুভূতির প্রকাশ বেশি। যা মূলধারার অন্যসব সীরাত গ্রন্থগুলোতে দেখা যায় না। তাই বইটির সাবলীল পাঠ কিছুটা বাধাগ্রস্থ হয়েছে আমার বেলায়। বার বার থেমে লেখকের আবেগ অবগাহন করতে হয়েছে।

নবী মুহাম্মদের জীবনী কোন অবাস্তব কিংবদন্তির বয়ান নয়; অধিকাংশ ধর্মেও মহাপুরুষদের ক্ষেত্রে যেমনটি হয়ে থাকে। লেখক গুরুদত্ত সিং তার লেখায় যেহেতু হৃদয়াবেগ প্রকাশ করতে চেয়েছেন তাই নবী জীবনের ঘটনাগুলোর সাল, তারিখ, স্থান, ব্যক্তির নাম নিয়ে মাথা ঘামাননি এবং সেসব উল্লেখও করেননি।

যেমন ধরুন, হোদায়বিয়ার ঘটনা বা খায়বার যুদ্ধের ঘটনা তিনি খুব সাদামাটা ভাবেই বলে গেছেন। অথচ হোদায়বিয়ার সন্ধি কখন হলো, দিনের কোন প্রহরে হলো, এই সফরে নবীজির সঙ্গী কতজন ছিলো, তাদের সবার নাম, দু'পক্ষের মধ্যস্থতাকারী দূত কারা ছিলো, এই সফরে নবীর সঙ্গে তাঁর কোন স্ত্রী ছিলেন, সন্ধিচুক্তির লেখক কে ছিলো, চুক্তির শর্তগুলো কী ছিলো- সব ইতিহাসের পাতায় স্পষ্টতর লিখা আছে। নবী জীবনের প্রতিটি ঘটনাই এভাবে সংরক্ষিত আছে। নিন্দুক ইউরোপী লেখকরাও এসবের শুদ্ধতা অকপটেই স্বীকার করে নিয়েছে তাদের লেখা সীরাত গ্রন্থগুলোতে।

খায়বারে যুদ্ধের ক্ষেত্রেও তার প্রেক্ষাপট, সময়কাল, দূর্গ সংখ্যা, কোন দূর্গের পতন কিভাবে হলো সব তথ্যই ইতিহাস গ্রন্থগুলোতে রয়েছে। পি. কে. হিট্টিরাও এসব ভুয়া বলে পাশ কাটাতে পারেননি।

খায়বার যুদ্ধের বর্ণনায় লেখক হযরত আলী কর্তৃক একাই দূর্গের ফটক টান দিয়ে খুলে ফেলার যে ঘটনা উল্লেখ করেছেন, বহু প্রসিদ্ধ সীরাত বিশেষজ্ঞ একে ভিত্তিহীন বলেছেন। সীরাত সাহিত্য এমনই। কোন ঘটনার chain of narrators বিশ্বাসযোগ্য না হলে সীরাত বিশেষজ্ঞগণ সে ঘটনাটি গ্রহণ করেন না। মানে আজগুবি কিছু বানিয়ে নবীর নামে বা তার জীবনী হিসেবে চালানোর সুযোগ নেই। narrator দের যাচাই বাছাইয়ের জন্য তাদের বাস্তব জীবন পর্যবেক্ষণ করেন পণ্ডিতরা। তাদের জীবনী যাচাই বছাইয়ের জন্য একটি স্বতন্ত্র শাস্ত্র রয়েছে - 'রিজালশাস্ত্র'।

এই শাস্ত্রের ভিত্তি কী?

চলুন ইসলামের প্রতি বৈরী D. Springer এর জবানীতেই শুনি সে কথা- "পৃথিবীতে অতীত যুগে এমন কোন জাতি ছিলো না এবং বর্তমানেও নেই; যারা মুসলমানদের 'রিজাল' শাস্ত্রের ন্যায় একটি শাস্ত্র সৃষ্টি করতে পেরেছে, যার সাহায্যে আজ আমরা পাঁচ লক্ষ লোকের বাস্তব জীবনী অবগত হতে পারি।"

একজন মহাপুরুষের জীবনী পাঠে তখনই স্বস্তি আসে, যখন দেখি তিনি আমাদের মতই জাগতিক কর্মব্যস্ত ছিলেন এবং জীবনটি supernatural না হয়ে পুরোপুরিই realistic. অর্থাৎ তাঁর জীবিকার তাগিদ ছিল, আহার-নিদ্রা-বিশ্রামের দরকার ছিল, সংসার ছিল, বাচ্চাকাচ্চা ছিল, পরিবার ও আত্মীয়-স্বজনের সাথে তাঁর সুসম্পর্ক ছিল, তিনি তত্ত্ব দিয়েই ক্ষান্ত হননি, ব্যক্তি-সমাজ-রাষ্ট্রে নিজ দর্শনের বাস্তব প্রয়োগ ঘটিয়েছেন, ক্ষমা ও দয়া দেখিয়েছেন, প্রয়োজনে লড়াই করেছেন, তিনি কাল্পনিক কোন চরিত্র নন; তার জীবনের ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে... ইত্যাদি।

মক্কাবাসী শারীরিক ও মানসিকভাবে নবীজিকে যে নিপীড়ন ও হেনস্তা করেছে তার সিকিভাগও এই বইয়ে আসেনি। বইটির পরিসর ছোট, তাই সব ঘটনা ও তথ্য এখানে থাকবে না, এটাই স্বাভাবিক।

হিজরতের ঘটনাটি কত উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা আর টান টান উত্তেজনার তার ক্ষুদ্রাংশও এই বইতে নেই। মদিনার পথে পথে কতসব ঘটনা, তা পাঠে সত্যের পথে রাসূলে আরাবীর অবিচলতা টের পাওয়া যায়। উপলব্ধি করা যায়, বিপ্লব কী জিনিস!

সীরাত পাঠের প্রথম ধাপ হিসেবে বইটি নিঃসন্দেহে দারুণ। গুরুদত্ত সিং এর লেখায় নবীপ্রেমের যে 'অমৃত সুধা' ফোঁটায় ফোঁটায় ঝরে পড়েছে তার স্বাদ ও সৌন্দর্য এবং সুর-মাধুর্য অক্ষত রাখতে অনুবাদক তার সবটুকু সাহিত্য প্রতিভা উজাড় করে দিয়েছেন। এবং বলা চলে এতে তিনি সফলও । মূল বইয়ের ভাবতরঙ্গ বজায় রাখতে গিয়ে অনুবাদে ব্যাপক আরবি-উর্দূ শব্দের উপস্থিতি লক্ষণীয়। এছাড়া বহু ইসলামী পরিভাষা অনুবাদক হুবহু তুলে দিয়েছেন অনুবাদে। যা অমুসলিম পাঠক তো বটেই সাধারণ মুসলিম পাঠকের জন্যও বুঝা কষ্টকর। টীকায় এসব ইসলামী পরিভাষার সহজ পরিচয় যুক্ত করলে পাঠক উপকৃত হতো বলে আমি মনে করি।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় আবৃত্তি মঞ্চ

“একটি ভালো বই হলো বর্তমান ও চিরকালের জন্য সবচেয়ে উৎকৃষ্ট বন্ধু”

-টুপার